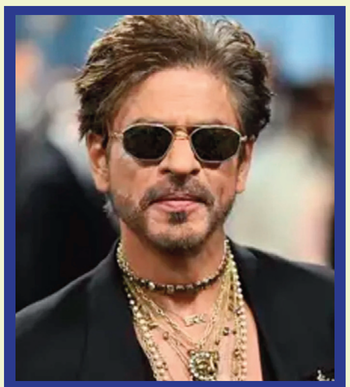

একবছরে ২৫০০ কোটির লোকসান শাহরুখের!

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে একজোট বিরোধীরা

৫ আশ্বিন ।। ১৪৩৩।। বৃহস্পতিবার ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৯৩ সংখ্যা ।। ৮পাতা

এবার ভারত মহাসাগরে ছড়াবে ইরান যুদ্ধের আগুন! 'নতুন ফ্রন্টে'র হুমকি খামেনেইয়ের উপদেষ্টার

যুদ্ধের শঙ্কায় ফের রক্তাক্ত দালাল স্ট্রিট! একধাক্কায় ১২০০ পয়েন্ট পড়ল সেনসেক্স, বেহাল নিফটিও

এমন সিদ্ধান্ত কেন নেন যাতে বিতর্ক হয়', খাম প্রতীক জটিলতায় কমিশনকে প্রশ্ন হাই কোর্টের

আদানি আরোগ্য মন্দিরের ১০০০ শয্যা গরিবদের জন্য ভাতা-তোষণে মমতাকে বিঁধে উন্নয়নের আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ঃ রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক দিনের সাক্ষী থাকল বাংলা।বৃহস্পতিবার নিউটাউনের বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি টেক হাবে আদানি আরোগ্য মন্দির-এর ভূমিপুজো ও শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে গড়ে উঠতে চলা এই প্রকল্পে থাকবে ২,০০০ শয্যা, যার অর্ধেক অর্থাৎ ১,০০০ শয্যা সংরক্ষিত থাকবে আর্থিকভাবে দুর্বল রোগীদের জন্য, একেবারে বিনামূল্যে। ৫১.৭৫ একর জমিতে গড়ে ওঠা এই হাসপাতাল বছরে দুই লক্ষেরও বেশি ইনপেশেন্ট এবং কুড়ি লক্ষাধিক আউটপেশেন্টকে পরিষেবা দেবে, এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে প্রায় দশ হাজার কর্মসংস্থান তৈরি করবে।অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের কোথাও গরিবদের জন্য এমন উচ্চমানের স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা নেই। তিনি জানান, তাঁর সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরই দ্রুতগতিতে এই প্রকল্পের কাজ এগিয়েছে। হাসপাতালকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকা জুড়ে গড়ে উঠবে একটি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যনগরী, থাকবে মেডিটেল ও রোগীর আত্মীয়দের জন্য বিশ্রামাগারও।এদিনের মঞ্চ থেকে আদানি গোষ্ঠীকে বাংলায় আরও বিনিয়োগের আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বাম আমলে ট্রেড ইউনিয়নের জেরে বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর গত সরকারের আমলে শিল্পের বদলে শুধু ভাতা বিতরণ ও রাজনীতি হয়েছে। আদানি গোষ্ঠীকেই বাংলাকে ফের দাঁড় করানোর আহ্বান জানান তিনি, সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দেন সিন্ডিকেট, তোলাবাজি ও হয়রানি বন্ধ করার। দাদনপাত্র বারে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ এবং কল্যাণীতে সম্ভাব্য গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর প্রকল্প নিয়েও এদিন আলোচনা হয়।জবাবে গৌতম আদানি জানান, ২০৩৫ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের গোষ্ঠীর। বন্দর, পণ্য পরিবহণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টন, সড়ক-সেতু নির্মাণ, সিমেন্ট কারখানা এবং হাইপারস্কেল ডেটা সেন্টার একাধিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ঘোষণা করেন তিনি। আদানি আরোগ্য মন্দিরে হাসপাতালের পাশাপাশি থাকবে একটি মেডিক্যাল কলেজ এবং উন্নত গবেষণা কেন্দ্রও। স্ত্রী প্রীতি আদানি ও পুত্র করণ আদানির উপস্থিতিতে ভূমিপুজো সম্পন্ন করেন গৌতম আদানি।

তোলাবাজিতে সুমিতের সঙ্গী আইপ্যাকের কর্তার প্রতীক জৈনের আপ্তসহায়ক

নয়া জামানা ঃ এবার বালি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা তোলাবাজি ও প্রতারণার অভিযোগে নতুন মোড়। তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের সঙ্গে এবার নাম জড়াল আইপ্যাক প্রধান প্রতীক জৈনের তৎকালীন আপ্তসহায়ক সৌম্যজিৎ সেনের। ক্যামাক স্ট্রিটের দপ্তরে নগদ টাকা লেনদেনের অভিযোগ ঘিরেই তদন্তে নেমেছে শালবনি থানার পুলিশ।বাঁকুড়ার জয়পুরের বাসিন্দা বালি ব্যবসায়ী নাদিয়া চৌধুরীর অভিযোগ, ২০২৪ সালে বালি চালানের সময় ওভারলোডিংয়ে প্রশাসনিক অনুমতি দেওয়ার নামে তাঁর কাছ থেকে দফায় দফায় টাকা আদায় করা হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যবসায়িক সূত্রে পরিচিত প্রশান্ত দাস নামে এক ব্যক্তি প্রথমে তাঁর কাছে ৫০ লক্ষ টাকা দাবি করেন, প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে টাকা দিলে নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত বালি পরিবহনে আর প্রশাসনিক বাধা থাকবে না।প্রথমে রাজি না হলেও

ব্যবসা বন্ধ ও প্রাণনাশের হুমকির মুখে পড়ে শেষে টাকা দিতে বাধ্য হন ব্যবসায়ী। তাঁর দাবি, হুমকি দিয়ে তাঁকে ক্যামাক স্ট্রিটের আইপ্যাক কার্যালয়ে ডেকে নেওয়া হয়, যেখানে প্রতীক জৈনের তৎকালীন আপ্তসহায়ক সৌম্যজিৎ সেনের হাতে সরাসরি নগদ ১৯ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা তুলে দেন তিনি।গত জুন মাসে সুমিত রায়, সৌম্যজিৎ সেন-সহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতারণা ও তোলাবাজির ধারায় মামলা রুজু হয়েছিল। গোটা চক্রে সুমিত ও সৌম্যজিতের প্রকৃত ভূমিকা কী ছিল এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার ভয় দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কীভাবে তোলাবাজি চালানো হত, তা খতিয়ে দেখতে অভিযুক্তদের একে একে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করতে পারেন তদন্তকারীরা।

সরকার-সংগঠন সমন্বয় ও পুরভোট নিতিনের সঙ্গে বৈঠকে শমীক-শুভেন্দুরা

নয়া জামানা ঃ রাজ্য সরকার ও দলের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিল্লিতে বৈঠকে বসলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের সঙ্গে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। দলীয় সূত্রের খবর, সরকার পরিচালনা ও সাংগঠনিক কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখার বিষয়টি এই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল।রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর প্রায় সাড়ে চার মাস কেটে গিয়েছে। এই সময়ে প্রশাসন এবং বুথ স্তরের কর্মীদের মধ্যে সাবলীল যোগাযোগ গড়ে তোলাই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মূল অগ্রাধিকার বলে জানা যাচ্ছে। দলকে বুথ স্তর থেকে পুনর্গঠনের গুরুদায়িত্ব রয়েছে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কাঁধে, আর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

সামনে চ্যালেঞ্জ প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় রেখে দলীয় কর্মীদের সরকারি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত রাখা। কেন্দ্র, রাজ্য ও দলের মধ্যে সংযোগ সুদৃঢ় করার দায়িত্বে রয়েছেন সুকান্ত মজুমদার।দলীয় সূত্র অনুযায়ী, সরকার ও শাসকদলের মধ্যে কোনওরকম সমন্বয়হীনতা যাতে তৈরি না হয়, সেটি নিশ্চিত করতেই এই বৈঠক ডাকা হয়। পাশাপাশি দুর্গাপুজো মিটলেই রাজ্যে পুরসভা নির্বাচনের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠায়, বৈঠকে সেই প্রসঙ্গেও আলোচনা হয়েছে বলে খবর। সম্ভাব্য সূচি অনুযায়ী, আগামী নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত নির্বাচন সম্পন্ন হতে পারে।

অন্তর্দ্বন্দ্বেই সিপিএম শেষ জ্যোতি বসুর শিল্পনীতির প্রশংসা মন্ত্রী দিলীপের

নয়া জামানাঃ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর শিল্পনীতির প্রশংসা শোনা গেল রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের মুখে। বৃহস্পতিবার সকালে ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে তিনি আদানির বঙ্গ সফর থেকে শুরু করে সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুখ খোলেন।কলকাতায় থাকাকালীন প্রতিদিন সকালে ইকো পার্কে হাঁটতে যাওয়া দিলীপ ঘোষের দীর্ঘদিনের অভ্যাস। মন্ত্রী হওয়ার পরেও সেই রুটিনে কোনও পরিবর্তন আসেনি। এদিনও যথারীতি হাঁটতে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে আদানির রাজ্য সফর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শিল্পপতি গৌতম আদানি আগেও রাজ্যে এসেছেন এবং শিল্প সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন, কিন্তু কখনও বিনিয়োগ করেননি। তাঁর দাবি, বর্তমানে দেশের বড় শিল্পপতিরা বাংলায় বিনিয়োগে আগ্রহী, আর রাজ্য সরকার জমি-সহ প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিতে প্রস্তুত।এই প্রসঙ্গেই জ্যোতি বসুর শিল্পনীতির প্রশংসা করে দিলীপ বলেন, সিপিএম দলের মধ্যে দীর্ঘদিনের কোন্দল ছিল। জ্যোতি বসু প্রধানমন্ত্রী হতে চাইলেও দল তাঁকে সমর্থন করেনি, আর সেই অন্তর্কলহের জেরেই দলের পতন ঘটে।

তাহাদের কথা

২৪ সেপ্টেম্বর ।। ২০২৬

নয়া জামানা

অফসাইডের মহারাজ

ক্রিকেটে দাদা

ভারতীয় ক্রিকেটকে শিখিয়েছিলেন মাথা উঁচু করে লড়াই করতে লিখছেন **দীপঙ্কর দোলাই**

কিছু ক্রিকেটার রান করেন।কিছু ক্রিকেটার ম্যাচ জেতান।আর কিছু ক্রিকেটার একটি যুগ তৈরি করেন।সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সেই তৃতীয় দলের মানুষ।তাঁর ব্যাট থেকে যখন বল ছুটে যেত কভারের ফাঁক দিয়ে, মনে হত ক্রিকেট বল নয়, কোনও শিল্পীর তুলি ক্যানভাসে টেনে দিল এক নিখুঁত রেখা। অফসাইডে তাঁর সেই রাজকীয় শাসন থেকেই তো নাম হয়েছিল‘God of the Off Sideó।কিন্তু সৌরভের আসল রাজত্ব ছিল অন্য জায়গায়। সেটি ছিল ভারতীয় ক্রিকেটারের মনের ভিতরে।একটা সময় ছিল যখন বিদেশের মাটিতে ম্যাচ খেলতে নামার আগে ভারতীয় ক্রিকেটের শরীরী ভাষায় একটা অদৃশ্য সংশয় থাকত। প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রাখার সাহস ছিল কিন্তু সবসময় সেই সাহসকে বিশ্বাসে পরিণত করা যেত না।সেই সময়েই এলেন এক বাঙালি বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান।তাঁর চলন ছিল ধীর, চোখ ছিল স্থির, ব্যাটিং ছিল নান্দনিক কিন্তু মনের ভিতরটা ছিল আগুনে ভরা।

তিনি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।আর ভারতীয় ক্রিকেট তাঁকে ডাকল দাদা বলে।ভালোবাসায় আরও এক নাম পেলেন-মহারাজ।১৯৭২ সালের ৮ জুলাই কলকাতায় জন্ম সৌরভের। ক্রিকেট তাঁর কাছে কোনও আকস্মিক প্রেম ছিল না। ক্রিকেট ছিল তাঁর শৈশবের সঙ্গী, কৈশোরের স্বপ্ন এবং শেষ পর্যন্ত জীবনের পরিচয়।

বাংলার ক্রিকেটেই তাঁর ভিত তৈরি হয়।প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে বাংলার হয়ে অভিষেক ১৯৮৯-৯০ মরশুমে। সেই অভিষেকও সাধারণ ছিল না রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে দিল্লির বিরুদ্ধে।এরপর ঘরোয়া ক্রিকেটে ধীরে ধীরে নিজের জায়গা তৈরি করেন তিনি।

১৯৯২ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সুযোগ এলেও প্রথম অধ্যায়টি সুখের হয়নি।তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শুরু হয়েছিল প্রশ্ন দিয়ে নিশ্চিত উত্তর দিয়ে নয়।জাতীয় দল থেকে বাদ পড়লেন।অনেকের গল্প সেখানে শেষ হয়ে যায়।সৌরভের গল্প সেখান থেকেই শুরু।তিনি ফিরে গেলেন ঘরোয়া ক্রিকেটে। ব্যাটকে বানালেন প্রতিবাদের ভাষা। রান এল। আত্মবিশ্বাস ফিরল। আর চার বছর পর ক্রিকেটের সবচেয়ে ঐতিহাসিক মঞ্চগুলির একটিতে তাঁর সামনে খুলে গেল নতুন দরজা।১৯৯৬ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক।প্রথম ইনিংসেই শতরান-১৩১।পরের টেস্টে ১৩৬।প্রথম দুই টেস্টের প্রথম দুই ইনিংসে শতরান।যেন ক্রিকেটের মঞ্চে দাঁড়িয়ে এক তরুণ বলে দিলেন-আমাকে ভুলে গিয়েছিলে? এবার মনে রেখো।সৌরভের ব্যাটিংয়ের সৌন্দর্য বোঝার জন্য শুধু স্কোরবোর্ড দেখা যথেষ্ট নয়। তাঁকে দেখতে হত।বিশেষ করে অফসাইডে।ফ্রন্ট ফুট এগিয়ে যাচ্ছে।শরীর সামান্য খুলছে। মাথা স্থির।ব্যাট নামছে নিখুঁত কোণে।আর মুহূর্তের মধ্যে বল ছুটে যাচ্ছে কভার,এক্সট্রা কভার কিংবা পয়েন্টের দিকে।সেই শটে ছিল সৌন্দর্য কিন্তু তার থেকেও বেশি ছিল আত্মবিশ্বাস।তাঁর ব্যাটিংয়ে একটা অদ্ভুত রাজকীয়তা ছিল।তিনি বলকে তাড়া করতেন না বরং অপেক্ষা করতেন বলের জন্য।তারপর নিজের শর্তে খেলতেন।এ কারণেই তাঁর ব্যাটিং শুধু পরিসংখ্যানের বিষয় হয়ে থাকেনি।হয়ে উঠেছিল একটি দৃশ্য।১৯৯৯ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ১৮৩ রান তাঁর ওয়ানডে কেরিয়ারের অন্যতম স্মরণীয় ইনিংস।একই বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১২৪-ও ছিল তাঁর বড় মঞ্চে বড় ইনিংস খেলার ক্ষমতার প্রমাণ।কিন্তু ব্যাটসম্যান সৌরভকে ছাড়িয়ে যে সৌরভকে ক্রিকেট ইতিহাস মনে রাখবে তিনি হলেন অধিনায়ক সৌরভ।২০০০ সাল।ভারতীয় ক্রিকেট তখন অস্থির সময়ের মধ্যে। সেই সময় নেতৃত্বের দায়িত্ব এল সৌরভের কাঁধে।সৌরভ অধিনায়ক হয়ে প্রথম যে জিনিসটি বদলাতে চাইলেন তা ছিল দলের মানসিকতা।তিনি বুঝেছিলেন, ক্রিকেট শুধু ব্যাট-বলের খেলা নয়।ক্রিকেট বিশ্বাসের খেলাও।নিজের ওপর বিশ্বাস।সতীর্থের ওপর বিশ্বাস।প্রতিপক্ষকে ভয় না করার বিশ্বাস।তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় দলে উঠে এলেন একের পর এক তরুণ ক্রিকেটার।বীরেন্দ্র সহবাগ, যুবরাজ সিং,হরভজন সিং, জাহির খান পরবর্তী সময়ে যাঁরা ভারতীয় ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ মুখ হয়ে উঠেছিলেন।সৌরভ তাঁদের শুধু সুযোগ দেননি।তাঁদের বিশ্বাস করেছিলেন।এই জায়গাতেই তাঁর নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় শক্তি।একজন অধিনায়ক প্রতিভা দেখতে পারেন।কিন্তু একজন বড় অধিনায়ক প্রতিভাকে বিশ্বাস করার সাহস দেখান।সৌরভ সেই সাহস দেখিয়েছিলেন।২০০১,অস্ট্রেলিয়া ভারতে এসেছে এক দুর্ধষ দল নিয়ে। অধিনায়ক স্টিভ ওয়া। আত্মবিশ্বাসে ভরা অস্ট্রেলিয়া।ইডেন গার্ডেন্সে ভারত প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে।ফলো-অন।তারপর ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম বিস্ময়কর প্রত্যাবর্তন।ভিভিএস লক্ষ্মণের ২৮১,রাহুল দ্রাবিড়ের ১৮০ ভারত ঘুরে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়াকে হারাল ভারত।সৌরভের দলের সেই জয় শুধু একটি টেস্ট জয় ছিল না।এটি ছিল মানসিকতার জয়।ভারতীয় ক্রিকেট যেন সেদিন নিজের সঙ্গে নিজেই বলেছিলবিশ্বের সেরা দল হলেও তোমাকে ভয় পাওয়ার কারণ নেই।সেই ইডেন ভারতীয় ক্রিকেটের আত্মবিশ্বাসের নতুন ঠিকানা হয়ে উঠল।২০০২,লর্ডস,ন্যাটওয়েস্ট ট্রফির ফাইনাল।ইংল্যান্ডের ৩২৫ রানের লক্ষ্য।ভারত ১৪৬/৫। ম্যাচ প্রায় হাতছাড়া। তারপর যুবরাজ সিং ও মহম্মদ কাইফের অবিশ্বাস্য লড়াই।ভারত জিতল।আর লর্ডসের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় খুলে ফেললেন নিজের জার্সি।যে দৃশ্য ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে চিরস্থায়ী।

সেই মুহূর্তের অর্থ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। কেউ দেখেছেন আবেগ, কেউ দেখেছেন প্রতীকী প্রতিবাদ, কেউ দেখেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের বদলে যাওয়া শরীরী ভাষা।কিন্তু দৃশ্যটি একটি কথা স্পষ্ট করে দিয়েছিল-ভারতীয় ক্রিকেট এখন আর নিঃশব্দে জিততে চায় না।সে জিতলে উদযাপনও করতে জানে।২০০৩ বিশ্বকাপে সৌরভের ভারতীয় দল ফাইনালে পৌঁছেছিল।অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ফাইনালে হার।ট্রফি এল না।কিন্তু একটি দল তৈরি হয়ে গেল।সচিন তেন্ডুলকর, দ্রাবিড়, লক্ষ্মণ, সৌরভ, সহবাগ, যুবরাজ, হরভজন, জাহির এই প্রজন্মের ক্রিকেটারদের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছিল তার পিছনে সৌরভের অধিনায়কত্বের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।তিনি বুঝেছিলেন, ক্রিকেটে ভবিষ্যৎ তৈরি করতে গেলে শুধু তারকা দিয়ে দল বানানো যায় না। তৈরি করতে হয় বেঞ্চ। তৈরি করতে হয় নতুন মুখ। তৈরি করতে হয় প্রতিযোগিতা।এই কারণেই সৌরভের উত্তরাধিকার শুধু তাঁর নিজের রান দিয়ে মাপা যায় না।সৌরভ কি শান্ত অধিনায়ক ছিলেন?সবসময় নয়।তিনি আবেগপ্রবণ ছিলেন।প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্কে জড়িয়েছেন। মাঠে উত্তেজিত হয়েছেন।সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রকাশ্যে নিজের অবস্থান দেখিয়েছেন।কিন্তু ক্রিকেটের ‘টেম্পারামেন্ট’ মানে সবসময় মুখে হাসি রেখে দাঁড়িয়ে থাকা নয়।চাপের মধ্যে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকা এটিও টেম্পারামেন্ট।সৌরভের সবচেয়ে বড় মানসিক শক্তি ছিল তিনি প্রতিপক্ষকে কখনও নিজের চেয়ে বড় করে দেখতেন না।

অস্ট্রেলিয়া হোক,ইংল্যান্ড হোক,পাকিস্তান হোক প্রতিপক্ষের নাম তাঁকে পিছিয়ে দিত না।বরং বড় প্রতিপক্ষ দেখলেই তাঁর মধ্যে যেন অন্য এক সৌরভ জেগে উঠত।কেন মহারাজ বলে তাকে ডাকা হত।এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো তাঁর ব্যাটিংয়ে যেমন আছে, তাঁর শরীরী ভাষাতেও তেমন আছে।মাথা উঁচু করে হাঁটা।চোখে চোখ রেখে কথা বলা।নিজের সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকা।ভুল হলে দায়িত্ব নেওয়া।সতীর্থকে আড়াল করা।আর প্রয়োজন হলে নিজের দলকে সামনে রেখে নিজে সমালোচনার মুখোমুখি হওয়া।‘মহারাজ’ তাই শুধু একটি ডাকনাম নয়।এটি তাঁর ক্রিকেটীয় চরিত্রের প্রতীক।তিনি মাঠে রাজা ছিলেন কি না তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু তিনি যে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মনে আত্মবিশ্বাসের রাজত্ব তৈরি করেছিলেন সেই প্রভাব অস্বীকার করা কঠিন।ক্রিকেটার সৌরভ একদিন ব্যাট নামিয়ে রাখলেন।কিন্তু ক্রিকেট তাঁকে ছাড়ল না।ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত হলেন।পরে ২০১৯ সালে বিসিসি আই-এর সভাপতি হলেন।অর্থাৎ খেলোয়াড় থেকে প্রশাসক।মাঠের বাইরে ভূমিকা বদলাল কিন্তু ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পর্ক বদলাল না।এখানেই সৌরভের গল্পের সবচেয়ে সুন্দর দিক।ক্রিকেট তাঁর কাছে কখনও শুধু নিজের কেরিয়ার ছিল না।এটি ছিল একটি প্রতিষ্ঠান।একটি আবেগ। একটি উত্তরাধিকার।২০২৬ সালে ICC Hall of Fame এ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তি তাঁর দীর্ঘ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট-যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি।১৬ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে তাঁর ৪২৪ ম্যাচে ১৮,৫৭৫ রান এবং ৩৮টি আন্তর্জাতিক শতরান তাঁর পরিসংখ্যানগত পরিচয়কে শক্তিশালী করে। কিন্তু তাঁর প্রভাবকে শুধু সংখ্যা দিয়ে মাপা যায় না।আসলে সৌরভ কী বদলেছিলেন?তিনি কি ভারতকে প্রথমবার জিততে শিখিয়েছিলেন?না।তিনি কি ভারতের প্রথম মহান অধিনায়ক?এমন দাবি ইতিহাসকে ছোট করে দেখবে।কিন্তু তিনি যে একটি প্রজন্মকে বিদেশের মাটিতে ভয় না পাওয়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন সেটি তাঁর উত্তরাধিকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ।তিনি দেখিয়েছিলেন, অধিনায়কত্ব মানে শুধু নিজের পারফরম্যান্স নয়। অধিনায়কত্ব মানে অন্য দশজনের আত্মবিশ্বাসকে নিজের দায়িত্ব হিসেবে নেওয়া।তিনি দেখিয়েছিলেন,তরুণ ক্রিকেটারকে সুযোগ দেওয়া মানে শুধু দলে জায়গা দেওয়া নয়,তার পাশে দাঁড়ানোও।তিনি দেখিয়েছিলেন,প্রতিপক্ষকে সম্মান করা যায় কিন্তু ভয় পাওয়া যায় না।আর সবচেয়ে বড় কথা-হার মানা আর হারিয়ে যাওয়া এক জিনিস নয়।সৌরভ নিজে সেই কথার জীবন্ত উদাহরণ।১৯৯২-এর হতাশা থেকে ১৯৯৬-এর লর্ডস।লর্ডস থেকে অধিনায়কত্ব।অধিনায়কত্ব থেকে ইডেনের অগ্নিপরীক্ষা।ইডেন থেকে লর্ডসের ব্যালকনি।লর্ডস থেকে ২০০৩ বিশ্বকাপের ফাইনাল।তারপর ক্রিকেট প্রশাসনের আরও এক অধ্যায়।একজন ক্রিকেটারের জীবন যেন এক দীর্ঘ নদী।কোথাও স্রোত শান্ত, কোথাও ভাঙন, কোথাও প্রবল ঘূর্ণি। কিন্তু নদী থামে না।সৌরভও থামেননি।সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে বুঝতে গেলে শুধু তাঁর ১৮,৫৭৫ আন্তর্জাতিক রান দেখতে হবে না। দেখতে হবে তাঁর চোখের দৃষ্টি।শুধু তাঁর ৩৮টি শতরান গুনলে হবে না। মনে রাখতে হবে সেই তরুণ ক্রিকেটারকে যিনি প্রথমবার বাদ পড়ে ফিরে এসে লর্ডসে শতরান করেছিলেন।শুধু তাঁর অধিনায়কত্বের জয়-পরাজয় দিয়ে বিচার করলে হবে না। দেখতে হবে তাঁর তৈরি করা ক্রিকেটারদের।আর শুধু সেই বিখ্যাত জার্সি-ওড়ানো ছবিটা দেখলেই হবে না। বুঝতে হবে সেই ছবির ভিতরে লুকিয়ে থাকা ভারতীয় ক্রিকেটের বদলে যাওয়া মানসিকতাকে।সৌরভের ব্যাটে ছিল সৌন্দর্য।তাঁর নেতৃত্বে ছিল বিদ্রোহ।তাঁর চলনে ছিল আত্মবিশ্বাস।তাঁর মানসিকতায় ছিল জেদ।আর তাঁর ক্রিকেটীয় দর্শনে ছিল একটি সহজ কথা-তুমি যদি লড়াই করো তবে বিশ্বের কোনও শক্তিই তোমাকে ছোট করে দেখতে পারবে না।এই কারণেই তিনি শুধু সৌরভ নন।শুধু দাদা নন।তিনি মহারাজ।ক্রিকেটের মহারাজ-যাঁর রাজত্বের সবচেয়ে বড় সম্পদ কোনও ট্রফি নয়, কোনও রেকর্ড নয়, কোনও ব্যালকনির ছবি নয়।তাঁর সবচেয়ে বড় উত্তরাধিকার-একটি প্রজন্মের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহস।

৩

গঙ্গাপাড়ের গল্প

২৪ সেপ্টেম্বর ।। ২০২৬

নয়া জামানা

নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলনকে রক্ষাকবচ হাইকোর্টের

নয়া জামানাঃ কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে কিছুটা স্বস্তি পেলেন নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের আদালতে জানানো হয়, মিলনের বিরুদ্ধে নতুন করে আরও একটি মামলা দায়ের হয়েছে। এরপর আদালত নির্দেশ দেয়, আগামী ১২ অক্টোবর পর্যন্ত ওই কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না। নতুন মামলাতেও তাঁকে গ্রেপ্তার করা যাবে না।২০০৭ সালের নন্দীগ্রাম জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনপর্বের ঘটনায় দায়ের হওয়া পুরনো মামলায় সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর থেকে মিলন প্রধানকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে খুন, খুনের চেষ্টা, বেআইনি জমায়েত এবং লুটপাট-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। নন্দীগ্রাম থানায় তিনটি এবং খেজুরি থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছিল। নন্দীগ্রামের মামলায় ৫ অক্টোবর এবং খেজুরির মামলায় ৭ অক্টোবর পর্যন্ত

তাঁর জেল হেফাজতের নির্দেশ রয়েছে। এরপরই রক্ষাকবচ চেয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি।বৃহস্পতিবার শুনানিতে মিলনের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য দাবি করেন, আদালতের আগের নির্দেশের পরেও তাঁকে নতুন মামলায় যুক্ত করা হয়েছে। রাজ্য জানিয়েছিল, মিলনের বিরুদ্ধে আর কোনও মামলা বিচারাধীন নেই। যদিও রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার এই দাবি খারিজ করেন।বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ২০২১ সালে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পর ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে কেন মিলনকে গ্রেপ্তার করা হল। রাজ্যের দাবি, মামলাগুলি পূর্বতন সরকারের সময়ে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। তবে উপনির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুজোয় কলকাতা থেকে বেনারস বিশেষ ট্রেন

পুজোর সময় ছুটি কাটাতে অনেকেই ঘুরতে যান বেনারস। চাহিদার কারণে ট্রেনের টিকিট পেতে সমস্যায় পড়তে হয়। তবে এবার পুজোর সময় বেনারস যাওয়া আরও সহজ হতে চলেছে। বিশেষ ট্রেন চালানোর কথা ঘোষণা করেছে রেল। বৃহস্পতিবার একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে কলকাতা ও বেনারসের মধ্যে বিশেষ ট্রেন চালানোর কথা ঘোষণা করা হয়। সপ্তাহে দুই দিন এই বিশেষ ট্রেন চলবে। মূলত দুর্গাপুজো, কালীপুজো ও ছট পুজোর সময় যাত্রীদের

টিকিটের চাহিদা মেটাতে বিশেষ ট্রেনগুলি চালানোর কথা জানায় রেল। এই ট্রেনগুলি কলকাতা থেকে বেনারস ও বেনারস থেকে কলকাতার মধ্যে চলবে। নৈহাটি, ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জনে ট্রেনগুলি স্টপেজ দেবে।

মেয়েকে খুনের ভয় দেখিয়ে মাকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নয়া জামানা.ঃ মেয়েকে খুনের ভয় দেখিয়ে মাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সম্প্রতি বন্দর এলাকার নাদিয়ালে ঘটে এই ঘটনাটি। মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ভোররাত থেকে সকাল পর্যন্ত মহিলার উপর যৌন নির্যাতন চালায় অভিযুক্ত। অত্যাচারের জেরে একসময়ে অচেতন হয়ে পড়েন নির্যাতিতা। সকালে হুঁশ ফিরলে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। বর্তমানে নির্যাতিতা মহিলার চিকিৎসা চলছে।পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ওই ব্যক্তির নাম নজরুল ইসলাম ওরফে লাল্টু। অভিযোগকারিণী নিজের বাড়িতে মেয়েকে নিয়ে রাতে ঘুমোচ্ছিলেন। সোমবার ভোররাতে লাল্টু ওই মহিলার ঘরের ছিটকানি

বাইরে থেকে খুলে প্রবেশ করে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে ওই ব্যক্তিকে দেখে চিৎকার করার চেষ্টা করেন মহিলা। এই পরিস্থিতিতে তাঁর মুখ চেপে ধরে ওই অভিযুক্ত। ওই মহিলা লাল্টুকে বাধা দিতে গেলে তাঁর মেয়েকে খুন করার হুমকি দেয় সে। এরপর মহিলাকে ধর্ষণ করে। প্রায় সকাল পর্যন্ত চলে যৌন নির্যাতন। এর জেরে তিনি প্রায় অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। সকালে তাঁর হুঁশ ফিরলে তিনি নাদিয়াল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।মহিলার অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু করে নাদিয়ালের সাতঘড়া থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে এলাকা থেকে পুলিশ লাল্টুকে গ্রেপ্তার করে। তাকে জেরা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তিনি কেন এই ঘটনা ঘটালেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে টাকা নিতে চাপ হাইকোর্টে বিস্ফোরক অভয়ার পরিবার

নয়া জামানাঃ আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় মামলা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল বলে কলকাতা হাই কোর্টে বিস্ফোরক অভিযোগ করল নিহত চিকিৎসকের পরিবার। পরিবারের দাবি, মামলা প্রত্যাহারের জন্য টাকার প্রস্তাব দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর বাবার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়েও চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। তবে এই অভিযোগগুলি পরিবারের বক্তব্য হিসাবেই উঠে এসেছে তদন্তে তার সত্যতা নির্ধারণের প্রক্রিয়া চলছে। বৃহস্পতিবার আর জি কর মামলায় হাই কোর্টে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করে সিবিআই। শুনানিতে নিহত চিকিৎসকের মা রত্না দেবনাথ অভিযোগ করেন, ঘটনার দিন তাঁরা প্রায় দুঘণ্টা টালা থানায় ছিলেন। সেই সময় দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করার চেষ্টা

চলছিল। তাঁর দাবি, সেই সুযোগে নির্মল ঘোষ, সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় এবং সোমনাথ দে গ্রিন করিডর করে তাঁর মেয়ের দেহ নিয়ে যান।পরিবারের আরও অভিযোগ, ওই ব্যক্তিরা তাঁদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে তৎকালীন ডিসি নর্থ অভিষেক গুপ্তাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর নির্মল ঘোষ একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে অভয়ার বাবাকে টাকা নেওয়ার জন্য চাপ দেন এবং বন্দুক দেখিয়ে মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন বলে দাবি করেন রত্না দেবনাথ। সিবিআইকে বিষয়টি জানানো হলেও তা গুরুত্ব পায়নি বলেও অভিযোগ তাঁর।২০২৪ সালের ৯ আগস্ট আর জি করের সেমিনার হল থেকে তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। পরে সিবিআই তদন্তভার নেয়। ঘটনায় সঞ্জয় রায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পেয়েছেন। তবে পরিবারের দাবি, ঘটনায় আরও অনেকে যুক্ত। এই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে চলতি বছর হাই কোর্ট তিন সদস্যের সিবিআই সিট গঠন করে।

সংগঠনে আস্থা অমিতাভেই বিজেপির রাজ্য সংগঠনের দায়িত্বে বহাল

নয়া জামানাঃ বিরোধী দল হিসেবে দীর্ঘদিন সংগঠন সামলানোর পর এবার সরকারে এসেও পুরনো সংগঠকের উপরই আস্থা রাখল বিজেপি।বৃহস্পতিবার সর্বভারতীয় বিজেপির তরফে বিভিন্ন রাজ্যে সাংগঠনিক রদবদলের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) পদে অমিতাভ চক্রবর্তীকে বহাল রাখা হয়েছে। ফলে রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক দায়িত্বে আরও কয়েক বছর তাঁর উপরই ভরসা রাখল দল।২০১৫ সালে দিলীপ ঘোষ রাজ্য বিজেপির সভাপতি থাকাকালীন অমিতাভ চক্রবর্তী সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) হিসেবে দায়িত্ব নেন। এরপর ২০২১ সালে সুকান্ত মজুমদার রাজ্য সভাপতি হওয়ার পরও তিনি ওই দায়িত্বে বহাল ছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে রাজ্যের সংগঠন বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন অমিতাভ। তাঁর দায়িত্বকালেই রাজ্যে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে

বৃদ্ধি পায় এবং ২০২৬ সালে দল রাজ্যের ক্ষমতায় আসে।এবার রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর নেতৃত্বেও সংগঠনের কাজে অমিতাভ চক্রবর্তীর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চাইছে দল। বৃহস্পতিবারের ঘোষণায় সেই ধারাবাহিকতাই বজায় থাকল।অন্যদিকে, রাজ্য বিজেপির সহ-সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) পদে থাকা সতীশ ধন্দকে দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিজেপির কেন্দ্রীয় সংগঠনের তরফে বিভিন্ন রাজ্যের সাংগঠনিক কাজ দেখভালের জন্য একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এতদিন সেই দায়িত্বে ছিলেন শিবপ্রকাশ। এবার তাঁর জায়গায় দায়িত্ব পেয়েছেন সৌদান সিং।সাংগঠনিক রদবদলের এই ঘোষণায় অমিতাভ চক্রবর্তীর উপর দলের আস্থাই স্পষ্ট হয়েছে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও সংগঠন পরিচালনার ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে তাঁকেই একই পদে রেখে দিল বিজেপি।

খাম প্রতীক জটিলতায় কমিশনকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

নয়া জামানাঃ রাজ্যের দুই কেন্দ্র নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে আগামী ৬ অক্টোবর উপনির্বাচন। তার আগে খাম প্রতীক নিয়ে তুঙ্গে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

নির্বাচন কমিশনের অন্তর্বর্তী নির্দেশে এই প্রতীক ঋতব্রত শিবিরকে বরাদ্দ করা হয়েছে। অথচ এই প্রতীকটি বরাবরই আইএসএফের বলে দাবি নওশাদ সিদ্দিকিদের। কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন নওশাদ।মামলার শুনানিতে প্রতীক বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও জানতে চান, এমন সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হল, যাতে বিতর্ক তৈরি হয়। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগেই অন্য একটি রাজনৈতিক দল এই প্রতীক ব্যবহার করেছিল। মোট ১৮৩টি প্রতীক থাকা সত্ত্বেও কেন ওই প্রতীকটিই বেছে নেওয়া হল, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। আদালতের বক্তব্য, বিতর্কিত প্রতীকটি এড়িয়ে অন্য কোনও প্রতীক দেওয়া যেত।আগে শুনানি না করেই কেন প্রতীক বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল, সেই প্রশ্নও ওঠে। বিচারপতির প্রশ্ন,আগের ব্যবহারকারীকে কেন অগ্রাধিকার দেওয়া হল না।কমিশনের তরফে জানানো হয়, প্রতীক বাছাইয়ের সুযোগ আবেদনকারীকে দেওয়া হয়েছিল।

পালটা মামলাকারীদের আইনজীবী জানান, তাঁরা আলাদা করে কোনও প্রতীক বেছে নেননি, কমিশনই প্রতীক বরাদ্দ করেছিল।বিচারপতি প্রশ্ন করেন, কোনও প্রতীক নিয়ে বিরোধের সম্ভাবনা থাকলে কমিশন আগে তা পুনর্বিবেচনা করল না কেন। নির্বাচন নির্বিঘ্ন রাখার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষেরই বলে মন্তব্য করে আদালত। তাঁর প্রশ্ন,কর্তৃপক্ষের কাজ কি মানুষকে বারবার আদালতে আসতে বাধ্য করা?

৪

সম্পাদকীয়

২৪ সেপ্টেম্বর ।। ২০২৬

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। বৃহস্পতিবার

রাস্তায় ফের লজ্জা

একটা ভিডিও ভাইরাল হয়।

কিছুক্ষণ উত্তেজনা ।তারপর পুলিশি তৎপরতা,গ্রেপ্তার, মামলা।

আর আমরা ভাবি বোধহয় এবার থামবে !কিন্তু না। জমুইয়ের ক্ষত শুকোতে না শুকোতেই সমস্তিপুর ।একই ছবি,একই ভয়,একই লজ্জা। আবারও প্রকাশ্য রাস্তায় এক তরুণীকে ঘিরে হেনস্থার অভিযোগ ।আবারও কয়েকজন যুবকের দাপট। আবারও মোবাইল ক্যামেরায় বন্দি এক ভয়াবহ দৃশ্য।

তাহলে প্রশ্নটা কোথায়?

শুধু অভিযুক্ত চারজনের গ্রেপ্তারে কি প্রশ্নের উত্তর মিলবে? নাকি আরও গভীরে তাকাতে হবে?বিহারের সমস্তিপুরের জগতসিংহপুরে এক তরুণী ও তাঁর পুরুষ সঙ্গীকে ঘিরে হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে একদল যুবকের বিরুদ্ধে ।অভিযোগ, নির্জন রাস্তায় মোটরসাইকেল থামিয়ে ছবি তোলার সময় তাঁদের ঘিরে ফেলে কয়েকজন যুবক ।তরুণীকে গালিগালাজ, ধাক্কাধাক্কি ও হেনস্থার দৃশ্য উঠে এসেছে ভাইরাল ভিডিওতে। ঘটনার পর চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ।আইন তার কাজ করছে। মামলা হয়েছে। তদন্ত চলছে। অপরাধ প্রমাণিত হলে আদালতই শাস্তির সিদ্ধান্ত নেবে ।কিন্তু সমাজের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রশ্নটি আরও বড় ।একজন তরুণীকে প্রকাশ্য রাস্তায় অপমান করার সাহস কোথা থেকে আসে?

আরও ভয়ঙ্কর প্রশ্ন-চারপাশে মানুষ থাকার পরেও কেন এমন ঘটনা ঘটার সুযোগ তৈরি হয়?

কেউ বাধা দিল না? কেউ প্রতিবাদ করল না? নাকি মোবাইল ক্যামেরা বের করাই আজ প্রতিবাদের নতুন সংজ্ঞা?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতেই হবে ।কারণ অপরাধের দৃশ্য ক্যামেরায় ধরা পড়েছে বলেই অপরাধটি দৃশ্যমান হয়েছে। কিন্তু যে ঘটনাগুলি ক্যামেরার বাইরে ঘটে? যে তরুণী ভয় পেয়ে চুপ করে বাড়ি ফিরে যান? যে পরিবার সামাজিক লজ্জার ভয়ে অভিযোগ করতে পারে না? সেই অন্ধকারের খবর রাখে কে?

জমুইয়ের ঘটনাও এখনও মানুষের স্মৃতিতে টাটকা। কোচিং থেকে বাড়ি ফেরার পথে দশম শ্রেণির দুই শিক্ষার্থীকে ঘিরে হেনস্থার অভিযোগে তোলপাড় হয়েছিল গোটা রাজ্য। ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছিল সামাজিক মাধ্যমে। পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল অভিযুক্তদের।

তারপরও সমস্তিপুর।

অর্থাৎ সমস্যা শুধু একটি জেলার নয়। সমস্যা শুধু কয়েকজন যুবকের নয়। সমস্যার শিকড় আরও গভীরে। যে সমাজে একজন নারীকে দেখলেই কিছু মানুষ নিজেদের অধিকারী মনে করে প্রশ্ন করতে,পথ আটকাতে, অপমান করতে কিংবা ভয় দেখাতে সেই সমাজের আয়নায় তাকানোর সময় এসেছে।

একজন নারী কোথায় যাবেন, কার সঙ্গে যাবেন,কোথায় দাঁড়াবেন, ছবি তুলবেন কি না এসবের অনুমতি দেওয়ার মালিক কেউ নয় ।রাস্তা কারও ব্যক্তিগত রাজত্ব নয়।

কোনও তরুণীর পোশাক, চলাফেরা, বন্ধুত্ব কিংবা ব্যক্তিগত জীবনকে কেন্দ্র করে তাকে হেনস্থা করার অধিকার কারও নেই। 'শিক্ষা দেওয়া'র নামে অপমান, 'নৈতিকতা'র নামে অত্যাচার, 'সংস্কৃতি'র নামে দাদাগিরি এসবের কোনওটাই সভ্যতার লক্ষণ নয় ।বরং এগুলি আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার মানসিকতার প্রকাশ। আর সেই মানসিকতাকে প্রশ্রয় দিলে আজ যে মেয়েটি আক্রান্ত, কাল সেই জায়গায় দাঁড়াতে পারেন অন্য কেউ। আপনার পরিবারের কেউ। আমার পরিবারের কেউ। পরিচিত কোনও মুখ।

তখন কি আমরা বলব-ভিডিও কোথায়?

না,তখনও যেন ভিডিওর প্রয়োজন না হয়।

নারীর নিরাপত্তা কোনও ভাইরাল ক্লিপের ওপর নির্ভর করতে পারে না। কোনও অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সামাজিক মাধ্যমে হইচই বাধার অপেক্ষাও থাকা উচিত নয় ।প্রশাসনের কাজ শুধু ভাইরাল ভিডিও দেখে নড়েচড়ে বসা নয়। অপরাধের আগেই এমন পরিবেশ তৈরি করা যাতে অপরাধ করার সাহসটাই ভেঙে যায়।

এক অচেনা ও অনুচ্চারিত বিদ্যাসাগর

সুনীল মাইতি
বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক

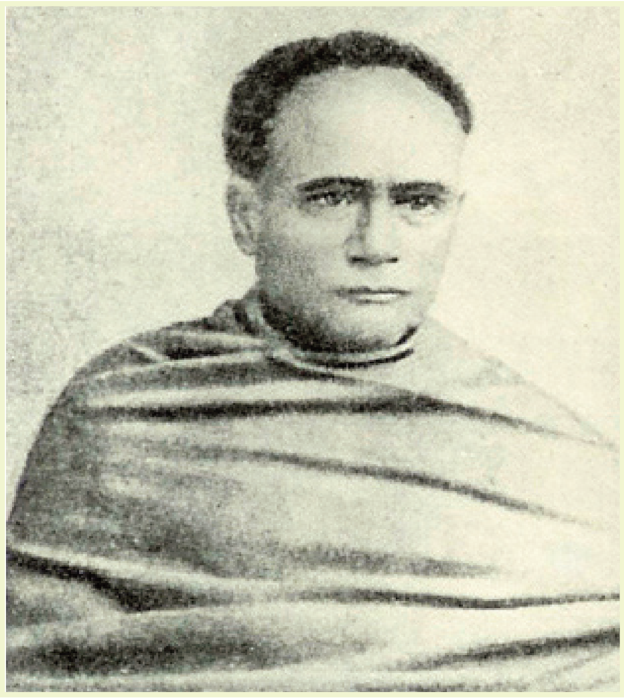

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং বাঙালির সামাজিক মানসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক তেজস্বী সিংহপুরুষ প্রথাভঙ্গকারী সংস্কারক এবং 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত এক অনন্য পন্ডিত ।কিন্তু রাজপথের আলোয় দীপ্তিমান এই মহীরুহের আড়ালে ঢাকা পড়ে রয়েছে এমন এক বিদ্যাসাগর; যিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল, প্রচার বিমুখ, রসবোধসম্পন্ন এবং ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। ইতিহাসের বইয়ের প্রথাগত পাতায় এই ঈশ্বরচন্দ্রকে পাওয়া যায় না, তাঁকে খুঁজে নিতে হয় জীবনের ছোট ছোট ঘটনার গভীরে। ১৮৯১ সালে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তার অসম্পূর্ণ 'বিদ্যাসাগর চরিত' প্রকাশিত হয়। কোনো খ্যাতি লাভ বা আত্মপ্রচারের অভিপ্রায়ে তিনি এটি লেখেননি। বিদ্যাসাগর এই স্মৃতিচারণ লিখেছিলেন তাঁর মেজো পিসিমা রাইমনি দেবীর ঋণ স্বীকার করতে ।শৈশবে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কলকাতায় পড়তে এসে শিশু ঈশ্বরচন্দ্র যখন একাকী ও অসহায় অনুভব করতেন তখন রাইমণি দেবী নিজের সন্তানের মত তাঁকে আগলে রেখেছিলেন ।এক পরম করুণাময়ী নারীর মাতৃত্বকে অমরত্ব দিতেই তিনি কলম ধরেছিলেন, যা তাঁর গভীর পারিবারিক অনুভূতির পরিচয় দেয়।

কার্মাটাড়ে বিদ্যাসাগরের বাসভবন 'নন্দন কানন' কেবল একটি অবসরযাপনের কুটির ছিল না,তা হয়ে উঠেছিল এক বিকল্প মানবিক কর্মভূমি ।যে বিদ্যাসাগর কলকাতায় ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষার মেলবন্ধনে শিক্ষা সংস্কার করছিলেন,তিনি কার্মা টাড়ে সাঁওতাল শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে প্রতিষ্ঠা করলেন অবৈতনিক বিদ্যালয় ।যে বালক-বালিকারা কখনো বই ছুঁয়ে দেখেনি,বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাদের পড়াতে বসে যেতেন। কেবল বই-খাতায় নয়, সাঁওতাল শিশুদের তিনি নিজের হাতে খাওয়াতেন, জামাকাপড় কিনে দিতেন ।এই নিঃস্ব মানুষদের কাছে তিনি ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় 'দয়া সাগর' ।কার্মাটাড় পর্বের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিল বিদ্যাসাগরের ভেষজ চিকিৎসাবিদ্যা ও হোমিও- সাধনা। কলকাতায় আইন পাস ও সমাজসংস্কার নিয়ে ব্যস্ত যে মানুষটি,কার্মাটাড়ে তিনি আবির্ভূত হলেন এক নিরলস চিকিৎসকের ভূমিকায়। হোমিওপ্যাথির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধপূর্ণ বাক্স সঙ্গে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়তেন সাঁওতালদের পর্ণকুটিরে। কলেরার ভয়ে যখন আত্মীয়রা রোগীকে ফেলে পালাত, তখন এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁদের মাথায় হাত বুলিয়ে ওষুধ ও পথ্য জুগিয়েছেন ।শুধু ওষুধ দেওয়াই নয়, কার্মাটাড়ের অবহেলিত রোগীদের জন্য কলকাতা থেকে সুজি,মিছরি,ওষুধ ও পথ্যের বিপুল রসদ আনাতেন নিজস্ব খরচে ।কোনো বিনিময় বা প্রতিদানের আশা ছাড়া এই পরম আত্মনিয়োগ তাঁকে সমাজের তথাকথিত শীর্ষস্থান থেকে নামিয়ে এনে বসিয়েছিল প্রান্তিক মানুষের একেবারে হৃদয়ে ।কার্মাটাড়ে অবস্থানকালে প্রতিদিন সকালে বিদ্যাসাগর যখ ন প্রাতঃভ্রমণে বের হতেন, দরিদ্র সাঁওতালরা জমি থেকে ভুট্টা ও শাকসবজি তুলে তাঁর কাছে নিয়ে আসত। তিনি জানতেন,বিনামূল্যে সাহায্য করলে তাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগবে। তাই তিনি এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করেন ।বাজার দরের চেয়ে বহুগুণ বেশি দামে তাঁদের কাছ থেকে সমস্ত ভুট্টা কিনে নিতেন ।তারপর সেই ভুট্টা নিজের হাতে আগুনে পুড়িয়ে আবার সেই আদিবাসী শিশুদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। এতে সাঁওতালদের উপার্জনও হতো,আবার শিশুদের পেটও ভরত ।কলকাতায় অবস্থানকালে বিদ্যাসাগরের একটি অত্যন্ত গোপন অভ্যাস ছিল ।তিনি গভীর রাতে ছদ্মবেশে একাকী রাজপথে বের হতেন। উদ্দেশ্য, ফুটপাতে পড়ে থাকা অসহায় কুষ্ঠ ও কলেরা আক্রান্ত রোগীদের সেবা করা। তিনি নিজে হাতে তাঁদের ক্ষত পরিস্কার করতেন,ওষুধ খাইয়ে দিতেন এবং কনকনে ঠান্ডায় গায়ে কম্বল জড়িয়ে দিয়ে নিশ্চুপে বাড়ি ফিরে আসতেন। এই কাজে তিনি কখনো কোনো অনুগামীকে সঙ্গে নিতেন না, যাতে এই দান বা সেবার কথা কেউ জানতে না পারে ।একবার বিদ্যাসাগর এক পরিচিত ব্যক্তির মেয়ের বিয়ের জন্য গহনা কিনতে কলকাতার এক নামি জহুরীর দোকানে যান। তিনি যথারীতি সাধারণ ধান কাপড় ও চটি পায়ে ছিলেন ।দোকানদার তাঁকে অতি দরিদ্র ভেবে অবহেলা করে বসিয়ে রাখে ।বেশ কিছুক্ষণ পর যখন এক ধনী ক্রেতা আসেন,দোকানদার বিদ্যাসাগরকে উঠে যেতে বলে। বিদ্যাসাগর শান্তভাবে নিজের চাদরের খাঁজ থেকে একটি থলে বের করে বিশাল অংকের স্বর্ণমুদ্রা টেবিলের ওপর রাখেন এবং বলেন, অমানুষের পোশাক দেখে তাঁর রূপ চেনা যায়, কিন্তু মূল্য চেনা যায় না ।দদোকানদার নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়।

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন চরম অর্থ সংকটে ফ্রান্স আটকে পড়েছিলেন, বিদ্যাসাগর নিজের সর্বস্ব বন্ধক রেখে বিশাল অঙ্কের টাকা ধার দিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন। পরবর্তীতে মাইকেল যখন কলকাতায় ফিরে আড্ডায় মগ্ন থাকতেন কিন্তু টাকা ফেরত দেওয়ার নাম করতেন না, বিদ্যাসাগর একদিন হেসে তাঁকে বলেন, অমধু; তুমি তো 'মেঘনাদবধ কাব্য' লিখে খুব নাম করেছ;এবার আমার ঋণের টাকাটা ফেরত দিয়ে 'ঋণশোধবধ' কাব্যটা লিখে ফেলো !দগুরু গম্ভীর বিদ্যাসাগরের এই প্রফুল্ল রূপ কেবল তাঁর ঘনিষ্ঠরাই জানতেন। বিদ্যাসাগরের রসবোধ ছিল যেমন শাণিত, তেমনই অহংকার চূর্ণ করার মত তীক্ষ্ণ ।একবার এক উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মকর্তা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যান বিদ্যাসাগর ।সাহেব তখন টেবিলে পা তুলে বসেছিলেন। বিদ্যাসাগর এই অপমান নীরবে সহ্য করেন ।কিছুদিন পর সেই সাহেব যখন কোনো কাজে বিদ্যাসাগরের কার্যালয়ে আসেন,বিদ্যাসাগরের চটি পরা দুটি পা সোজা টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে বসেন। সাহেব ক্ষুব্ধ হয়ে কুইনচোত চাইলে বিদ্যাসাগর শান্তভাবে বলেন আমি ভেবেছিলাম এটাই বুঝি আপনাদের জাতীয় শিষ্টাচা;র তাই অতিথিকে সম্মান জানাতে আমিও একই পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। ইংরেজ সাহেবের সেই শিক্ষা সারাজীবন মনে রাখার মতো ছিল। আজ যখ ন আমরা বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবর্ষ পার করে এসে তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে গর্ব বোধ করি, তখন আমাদের মূল্যায়নে এই 'অচেনা বিদ্যাসাগর' প্রায়শই আলোচনার আড়ালে থেকে যান।

কেবল আইনি সংস্কার বা শিক্ষানীতির প্রণেতা হিসাবে নয়, কার্মাটাড়ের শাল ও মহুয়া গাছের ছায়া সন্তানদের সঙ্গে বসে থাকা সেই নিঃসঙ্গ, পরম দয়ালু মানুষটিকে না চিনলে বিদ্যাসাগর-চর্চা অপূর্ণ থেকে যায় ।ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কেবল আইনি বিধবা বিবাহের প্রণেতা, সংস্কৃত কলেজের সংস্কারক কিংবা 'বর্ণপরিচয়'- এর স্রষ্টা ছিলেন না। তিনি ছিলেন এমন এক মহীরুহ, যার অন্তরে ছিল অপার করুণা এবং নীতিতে ছিল ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা। প্রচারের আলো থেকে দূরে, ছদ্মবেশের আড়ালে কিংবা কার্মাটাড়ের শালবনে যে বিদ্যাসাগর বাস করতেন, তিনি প্রথাগত ইতিহাসের চেয়েও অনেক বেশি জীবন্ত, রসময় এবং মানবতাবাদী।

বাংলা চলচ্চিত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্রমহুয়া রায়চৌধুরীর জীবন ও অভিনয় যাত্রা

শর্মিলা দত্ত

প্রথম পর্ব

মহুয়া রায়চৌধুরী ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসের অন্যতম উজ্জ্বল ও প্রভাবশালী অভিনেত্রী। বিশ শতকের সত্তরের দশকের শেষভাগ এবং আশির দশকের প্রথমার্ধে তিনি তাঁর স্বাভাবিক অভিনয়শৈলী, প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব এবং অসাধারণ অভিব্যক্তি দিয়ে তৎকালীন বাঙালি দর্শকদের হৃদয়ে এক অনন্য স্থান করে নিয়েছিলেন। বাংলা সিনেমা যখন এক রূপান্তরকালীন মধ্যগগনে অবস্থান করছিল, তখন মহুয়া রায়চৌধুরী তাঁর নিজস্ব স্বতন্ত্র অভিনয়প্রতিভা দিয়ে নিজের একটি পৃথক পরিচয় গড়ে তুলতে সক্ষম হন ।১৯৫৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণকারী এই মহান অভিনেত্রীর প্রকৃত নাম ছিল শিপ্রা রায়চৌধুরী। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা এই শিল্পী ছোটবেলা থেকেই

নাচের প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। নৃত্যশিল্পী হিসেবে তাঁর এই প্রাথমিক তালিম পরবর্তীতে তাঁর অভিনয়ে এক দারুণ ছন্দময়তা ও শরীরী অভিব্যক্তি এনে দিয়েছিল ।প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক তরুণ মজুমদার প্রথম তাঁর ভেতরে থাকা সুপ্ত অভিনয় প্রতিভাকে চিনতে পারেন ।তিনি শ্রীমতী শিপ্রার নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'মহুয়া'। তরুণ মজুমদারের পরিচালিত 'শ্রীমান পৃথিবীরাজ' (১৯৭৩) চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মহুয়া রায়চৌধুরীর বাংলা সিনেমায় অভিষেক ঘটে।

প্রশান্ত মহাসাগরের দুর্গম ক্যাটলিনা চ্যানেল জয় মেদিনীপুরের আফরিন জাবির

নয়া জামানা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ আবারও বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের উদীয়মান সাঁতারু আফরিন জাবি। দুর্গম প্রশান্ত মহাসাগরের ক্যাটলিনা চ্যানেল সফলভাবে জয় করে নতুন ইতিহাস গড়লেন তিনি। মেদিনীপুর শহরের দেওয়ান বাবার চক এলাকার বাসিন্দা আফরিন শৈশবে মেদিনীপুর সুইমিং ক্লাব থেকেই সাঁতারের প্রাথমিক পাঠ শুরু করেছিলেন।আমেরিকার স্থানীয় সময় অনুযায়ী গভীর রাতে সান পেড্রো থেকে সাঁতার শুরু করেছিলেন আফরিন, যা ভারতীয় সময় ছিল ২৩শে সেপ্টেম্বর বেলা ১১ টা ৫৮ মিনিট। অন্ধকার রাত, প্রবল সমুদ্রস্রোত, বিষাক্ত জেলিফিশের কামড় এবং প্রতিকূল ঢেউয়ের সাথে ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছান তিনি। ভারতীয় সময় ২৪ শে সেপ্টেম্বর ভোর ২ টা ৫৮ মিনিট ৫১ সেকেন্ডে তিনি এই পথ অতিক্রম করেন। দীর্ঘ ৩২.৫ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে তাঁর মোট সময় লাগে ১৫ ঘণ্টা ৫১ সেকেন্ড। ক্যাটলিনা চ্যানেল অতিক্রম করার এই যাত্রাপথে তাঁর সাথে ছিলেন পিতা পিয়ার আলী। তিনি জানান, সমুদ্রে ব্লু হোয়েল এবং সি লায়নের উপস্থিতি থাকলেও জেলিফিশই ছিল

আফরিনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা। তবে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে বিজয়ী হয়ে ওঠেন তিনি।আফরিনের ঝুলিতে এটিই প্রথম আন্তর্জাতিক সাফল্য নয়। এর আগে ২০২৫ সালের ২৯ জুলাই ১৩ ঘণ্টা ১৩ মিনিটে ইংলিশ চ্যানেল এবং ২০২৬ সালের মে মাসে মাত্র ৭ ঘণ্টা ৫ মিনিটে পাক প্রণালী অতিক্রম করে তিনি বিরল নজির গড়েছিলেন। এবার ক্যাটলিনা চ্যানেল জয় করে নিজের সাফল্যের মুকুটে যুক্ত করলেন আরও একটি নতুন পালক। আফরিনের এই অসাধারণ জয়ে গর্বিত গোটা জেলা ও রাজ্য। জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং স্পনসরদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে আফরিনের পরিবার।

রাভা উন্নয়ন পরিষদের উদ্যোগে বনমন্ত্রীকে সংবর্ধনা ও ৭ দফা স্মারকলিপি পেশ

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ রাভা জনজাতির সার্বিক বিকাশ, ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি রক্ষা এবং নাগরিক অধিকার সুরক্ষার দাবিতে রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ কুমার

ওঁরাওয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল পশ্চিমবঙ্গ রাভা উন্নয়ন পরিষদের এক প্রতিনিধিদল। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে আয়োজিত এই সাক্ষাৎ পর্বে সংগঠনের পক্ষ থেকে বনমন্ত্রীকে ঐতিহ্যবাহী উত্তরীয় ‘ফাঁকচেক’, বর্ণাঢ্য ফুলের তোড়া ও মানপত্র প্রদান করে বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হয়।সৌজন্য বিনিময়ের পাশাপাশি জনজাতির স্বার্থসংশ্লিষ্ট ৭ দফা দাবি-সম্বলিত একটি স্মারকলিপি মন্ত্রীর হাতে তুলে দেন প্রতিনিধিরা। পেশ করা স্মারকলিপির মূল দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল; পূর্ণাঙ্গ রাভা উন্নয়ন পরিষদ

গঠন, বিলুপ্তপ্রায় রাভা ভাষা ও সংস্কৃতির যথাযথ সংরক্ষণ, বনাধিকার আইনের দ্রুত ও কার্যকর বাস্তবায়ন, জটিলতাহীন সহজ পদ্ধতিতে জাতিগত শংসাপত্র প্রদান এবং রাভা অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর সার্বিক মানোন্নয়ন।এদিনের প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক ভবেন্দ্র রাভা ও বিশ্বজিৎ রাভা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ভূষণ রাভা, দয়াচাঁদ রাভা এবং সুশীল রাভা। এছাড়া মধ্য কামাখ্যাগুড়ির ঐতিহাসিক আদি-কামাখ্যা ধামের পরিকাঠামো উন্নয়নের আর্জি জানিয়ে মন্দির

পরিচালন কমিটির সভাপতি সুশীল রাভা বনমন্ত্রীর কাছে একটি পৃথক স্মারকলিপি প্রদান করেন। বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওঁরাও প্রতিনিধিদলের সমস্ত দাবি গুরুত্বের সঙ্গে শোনেন এবং বিষয়গুলি ইতিবাচকভাবে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।

বিধানসভা বিপর্যয় ভুলে বাঁকুড়ায় সংগঠন গোছাতে ঝাঁপাচ্ছে তৃণমূল

নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়ায় চরম ভরাডুবির পর ফের জেলায় মাটি কামড়ে সংগঠন পুনর্গঠনের কাজে নামল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে জেলায় গঠিত ১৭ জনের কোর কমিটির সম্প্রসারণ শুরু হয়েছে।

খাতড়ার চার শীর্ষ নেতা-নেত্রীকে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি আগামী দিনে জেলার প্রতিটি ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি, জেলা পরিষদ সদস্য এবং প্রথম সারির জনপ্রতিনিধিদের এই কমিটিতে জায়গা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কোর কমিটির আহ্বায়ক মোহন কর জানান, দ্রুত সব ব্লকে কমিটি গঠন সম্পন্ন করে একজোট হয়ে বিজেপি-বিরোধী আন্দোলনে নামবে দল।অন্যদিকে, ডবল ইঞ্জিন বিজেপি সরকার গঠন হওয়ার পর পাঁচ মাসের মধ্যেই স্থানীয় কয়েকটি ইস্যুতে ক্ষোভ প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। বিশেষ

করে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অন্নপূর্ণা যোজনার ভাতা সময়মতো না পাওয়া এবং ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। তৃণমূল এই পরিস্থিতির রাজনৈতিক সুযোগ নিয়ে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনের রূপরেখা

তৈরি করছে।তবে শাসক শিবিরের এই সক্রিয়তাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিজেপি। বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, তৃণমূলের এই চেষ্টা সফল হবে না এবং ডবল ইঞ্জিন সরকারের মাধ্যমে রাজ্যে সোনার বাংলা গড়ার কাজ অব্যাহত থাকবে।

সাহেবগঞ্জ থানার বড় সাফল্য, উদ্ধার হওয়া ৩২টি মোবাইল ফেরত পেলেন মালিকরা

সামির হোসেন, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ হারিয়ে যাওয়া ও চুরি হওয়া মোবাইল উদ্ধারে বড়সড় সাফল্য পেল সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার হওয়া ৩২টি অ্যান্ড্রয়েড ফোন বৃহস্পতিবার বিকেলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরে জমা পড়া মিসিং ডায়েরির ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়ে এই মোবাইলগুলি উদ্ধার করা হয়। এরপর যথাযথ তথ্য যাচাই করে চিহ্নিত করা হয় প্রকৃত মালিকদের। দিনহাটা মহকুমা সার্কেল ইন্সপেক্টর পিন্টু বর্মন, সাহেবগঞ্জ থানার ওসি ধীমান কাজী এবং নয়ারহাট ফাঁড়ির ওসি নারোপা শেরপার উপস্থিতিতে এদিন মোবাইলগুলি তুলে দেওয়া হয়।দীর্ঘদিন পর হারিয়ে যাওয়া ফোন ফিরে পেয়ে উষা বর্মন, আশিক হকদের মতো সাধারণ মানুষ অত্যন্ত আনন্দিত।

জয়পুর পঞ্চায়েত সমিতির গীতবিতান হলে বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং ও সচেতনতা শিবির

রাখি গরাই, নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়া জেলার জয়পুর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে ‘সেবা সংকল্প অভিযান - সেবায় আমার যোগদান’ কর্মসূচির অধীনে অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং অনুষ্ঠান। স্থানীয় গীতবিতান হলে আয়োজিত এই শিবিরে মোট ৪৯ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এদিন প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সূচনা হওয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও), পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জয়পুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, যুগ্ম বিডিও, ব্লক যুব আধিকারিক এবং ব্লক সমাজ কল্যাণ আধিকারিক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কোতুলপুর বিধানসভার বিধায়ক প্রতিনিধি শ্রী নবকুমার চক্রবর্তী ও মধুসূদন মণ্ডল, ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার, সহকারী ও অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক, মৎস্য সম্প্রসারণ

আধিকারিক, জগন্নাথপুর শ্যামপুর হাইস্কুলের সহ-শিক্ষক শ্রী অমিতাভ মুখার্জী, ফরেস্ট বিট অফিসার সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মচারীবৃন্দ।কর্মসূচিতে বিধায়ক প্রতিনিধি নবকুমার চক্রবর্তী এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। একই সঙ্গে জয়পুর বনবিভাগের পক্ষ থেকে এলাকাভিত্তিক মানুষ ও হাতির সংঘর্ষ রোধে একটি সচেতনতামূলক আলোচনা পরিচালনা করা হয়, যা উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের বিশেষ নজর কাড়ে। শিক্ষার্থীদের দিকনির্দেশনা দেওয়ার পাশাপাশি অনুষ্ঠান শেষে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সুদৃশ্য শংসাপত্র ও বৃক্ষচারা। জয়পুরের বিডিও জানান, ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে আগামী দিনে প্রতি মাসে ধারাবাহিকভাবে এমন কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। সামগ্রিক এই উদ্যোগে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও আনন্দ লক্ষ্য করা গেছে।

জঙ্গিপুর হাসপাতালে বিকল মর্গ, দুর্গন্ধে জেরবার রোগী ও এলাকা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মর্গ প্রশাসনিক চরম উদাসীনতা ও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে কার্যত নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে মর্গের ফ্রিজার বিকল হয়ে পড়ে থাকার ফলে সেখানে রাখা ১২টি বেওয়ারিশ মৃতদেহে পচন ধরতে শুরু করেছে। এর জেরে তীব্র দুর্গন্ধে ছেয়ে গিয়েছে গোটা হাসপাতাল চত্বর। চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা সাধারণ রোগী ও তাঁদের আত্মীয় পরিজনেরা।

বাতাসে ছড়ানো এই ঝাঁজালো ও অসহ্য দুর্গন্ধের কারণে হাসপাতালের সাধারণ ওয়ার্ডে থাকা রোগীদের টেকা দায় হয়ে উঠেছে। শুধু হাসপাতাল চত্বরেই নয়, আশেপাশের আবাসিক এলাকা ও সংলগ্ন দোকানেও এই দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কা প্রকাশ করছেন এলাকার মানুষ। অবিলম্বে ফ্রিজার মেরামতি এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবিতে সুর চড়িয়েছেন ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা।হাসপাতাল সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে ফ্রিজারটি ঠিকমতো কাজ করছিল না। বর্তমানে মর্গে জমতে থাকা বেওয়ারিশ লাশগুলির পচন ঠেকাতে না পেরে সমস্যা আরও জটিল রূপ নিয়েছে। এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে পচে যাওয়া ১২টি বেওয়ারিশ দেহ দ্রুত দাহ করার ব্যবস্থা করার জন্য ইতিমধ্যেই জঙ্গিপুর পৌরসভাকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে বলে দাবি করেছেন হাসপাতাল সুপার।অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ দানা বাঁধতেই সক্রিয় হয়েছে প্রশাসন। স্থানীয় বিধায়ক চিত্ত মুখার্জী জানিয়েছেন, ঘটনাটি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং এ বিষয়ে প্রশাসনিক স্তরে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে, পৌরসভা ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে দ্রুত এই জমে থাকা দেহগুলি অপসারণের পাশাপাশি বিকল ফ্রিজারটি মেরামতের কাজ সম্পন্ন করা হবে, যাতে সাধারণ মানুষকে আর ভোগান্তির শিকার হতে না হয়।

বিদ্যাসাগরের ২০৬তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন বালুরঘাটে

সাজাহান আলি, নয়া জামানা, দ দিনাজপুর ঃ মহাসমারোহে বিদ্যাসাগরের ২০৬তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বালুরঘাট পৌরসভার সুবর্ণতট সভাকক্ষে মহান সমাজ সংস্কারক ও বাংলা ভাষার অন্যতম পথিকৃৎ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৬তম জন্মজয়ন্তী শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়। রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরের পরামর্শক্রমে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন, 'বন্দে মাতরম্' ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়।অনুষ্ঠানে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আশীষ ভট্টাচার্য, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক অর্ণব সেন, দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক প্রণব ঘোষ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উর্বি মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য শিক্ষাবিদেরা বক্তব্য রাখেন। এছাড়া পতিরাম, বালুরঘাট, হরিরামপুর, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর ও বীরভূমের বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা বিদ্যাসাগরের শিক্ষাজীবন, নারী শিক্ষা প্রসার, মাতৃভক্তি, বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং বিধবা বিবাহ প্রচলনের মতো ঐতিহাসিক সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে গভীর আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানটিতে সর্বস্তরের মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো আলোচনা শোনেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক ড. রিপন সাহা ও উপাচার্য ড. প্রণব ঘোষ সুন্দর এই আয়োজনের সফলতা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদ ও নিষ্পক্ষের দাবিতে রেজিনগরে ধর্নায় বিধায়ক হুমায়ুন কবীর

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ আগামী ৬ অক্টোবর রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তার ঠিক পূর্বমুহূর্তে পুলিশি হয়রানি ও মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে ফের সরব হলেন নওদার বিধায়ক তথা আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর। রেজিনগর থানার সামনে ধর্নায় বসে তিনি অভিযোগ করেন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ নষ্ট করতে তাঁর দলের নেতা-কর্মীদের নিশানা করা হচ্ছে।হুমায়ুন কবীরের দাবি, উপনির্বাচনের মুখে তাঁর দলের রাজ্য ও ব্লক স্তরের একাধিক কর্মীকে পুরনো মামলায় অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হচ্ছে এবং পুলিশি হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এই হয়রানি বন্ধ করা এবং কথিত সব মিথ্যা মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি রেজিনগর, বেলডাঙা ও শক্তিপুর থানার পুলিশ আধিকারিকদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁদের দ্রুত বদলির দাবি জানিয়েছেন বিধায়ক।এর আগে গত ১২ সেপ্টেম্বর একই অভিযোগে শক্তিপুর থানার সামনেও ধর্নায় বসেছিলেন তিনি। হুমায়ুন কবীর স্পষ্ট জানিয়েছেন, পুলিশি হুমকি বন্ধ না হলে এবং মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা না হলে এই আন্দোলন অনির্দিষ্টকাল ধরে চলবে। তবে বিধায়কের তোলা একাধিক গুরুতর অভিযোগের বিষয়ে রেজিনগর থানা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। উপনির্বাচনের মুখে পুলিশ ও বিধায়কের এই সংঘাতকে ঘিরে ওই অঞ্চলে রাজনৈতিক শোরগোল চরম আকার ধারণ করেছে।

মালদায় দুর্গাপুজোর প্রশাসনিক প্রস্তুতি বৈঠক

নয়া জামানা, মালদা ঃ আসন্ন দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখতে মালদায় অনুষ্ঠিত হল বিশেষ প্রশাসনিক প্রস্তুতি ও সমন্বয় বৈঠক। বৃহস্পতিবার মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামের দুর্গাকিংকর সদনে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই গুরুত্বপূর্ণ সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী জোয়েল মুর্মু, মালদার জেলাশাসক রাজেনবীর সিং কাপুর, জেলা পুলিশ সুপার অনুপম সিং এবং ইংরেজবাজারের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক অম্লান ভাদুড়ি সহ প্রশাসনের একাধিক পদস্থ আধিকারিক।বৈঠকে দুর্গাপুজো পরিচালনা সংক্রান্ত সরকারি বিধিনিষেধ, সুরক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক নানাবিধ নিয়মাবলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। জেলার বিভিন্ন পুজো কমিটির উদ্যোক্তারাও এদিন সভায় উপস্থিত থেকে তাঁদের মতামত জানান। পুজো অনুমোদন ও পরিচালনা সহজতর করতে তৈরি বিশেষ পোর্টালে কীভাবে পুজো সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সঠিক উপায়ে আপলোড করতে হবে, সে বিষয়ে পুজো উদ্যোক্তাদের প্রজেক্টরের মাধ্যমে হাতে-কলমে ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনা দেখান প্রশাসনিক আধিকারিকরা।উৎসবের দিনগুলিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, যানজট নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রশাসন ও পুজো কমিটিগুলির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সমন্বয়ের উপর বৈঠকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত ও সর্বাঙ্গীনভাবে নিরাপদ করতে সব ধরনের সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছে জেলা প্রশাসন।

যোগ্য উপভোক্তাদের জন্যই অন্নপূর্ণা যোজনা, মেমারিতে স্পষ্ট বার্তা পঞ্চায়েত মন্ত্রীর

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা, মেমারি ঃ পূর্ব বর্ধমানের মেমারির নাদিপুরে বৃহস্পতিবার এক সংগঠনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। এদিনের কর্মসূচিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচনের পাশাপাশি একটি নবনির্মিত ফার্মাসি কলেজের উদ্বোধন করেন তিনি। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধীদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা ঢালাওভাবে সবাইকে দেওয়া হবে না। নির্দিষ্ট সরকারি নিয়ম ও যোগ্যতার মাপকাঠি মেনেই উপভোক্তা নির্বাচন করা হবে। অযোগ্যদের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে কেবল যোগ্য ব্যক্তিরাই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন বলে তিনি সাফ জানান।রাজ্যের শিল্প ও অর্থনৈতিক পরিবেশ নিয়ে আশাপ্রকাশ করে মন্ত্রী দাবি করেন, বাংলায় বর্তমানে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো এবং ভারী ও ক্ষুদ্র শিল্পের হাত ধরে রাজ্য তার হারানো গৌরব ফিরে পাচ্ছে। বক্তব্যের সমর্থনে শিল্পপতি গৌতম আদানির সঙ্গে সাম্প্রতিক বৈঠকের প্রসঙ্গও তিনি উল্লেখ করেন।সামনে নতুন ধান ওঠার মরশুম ঘিরে চাষিদের আশ্বস্ত করে দিলীপ ঘোষ জানান, সময়মতো সরকার ক্রয়ের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে এবং সেই অনুযায়ী ধান কেনা হবে।

রাতের নয়া জামানা

আপনার অখন্ড অবসরের একমাত্র সঙ্গী

ভুবনজোড়া
২৪ সেপ্টেম্বর ।। ২০২৬
নয়া জামানা

যুদ্ধের আঁচ ভারত মহাসাগরে ছড়ানোর হুঁশিয়ারি ইরানের

নয়া জামানা ঃ ছমাসেরও বেশি সময় ধরে চলা ইরান-আমেরিকা সংঘাতের আবহে নতুন ফ্রন্ট খোলার হুঁশিয়ারি দিল তেহরান। ইরানের সুপ্রিম লিডার মোজতবা খামেনেইয়ের উপদেষ্টা ইয়াহিয়া রহিম সাফাভি সতর্ক করে বলেছেন, আমেরিকা ফের হামলা চালালে যুদ্ধের আঁচ ভারত মহাসাগর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে।ইরানের সরকারি সংবাদ সংস্থা ফার্স-এ প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় ইয়াহিয়া বলেন, সংঘাত ইতিমধ্যেই পারস্য উপসাগর ও হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে লোহিত সাগর পর্যন্ত পৌঁছেছে। নতুন করে যুদ্ধ শুরু হলে সংঘাতের পরিধি আরও বাড়তে পারে এবং তা ভারত মহাসাগর পর্যন্ত পৌঁছনোর আশঙ্কা রয়েছে।পারস্য উপসাগর, ওমান উপসাগর এবং গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্যপথকে ঘিরে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে উত্তেজনা যখন তুঙ্গে, তখনই এই মন্তব্য সামনে এল। সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সোমবার ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ডও জানিয়েছে, আমেরিকা আরও উসকানি দিলে তারা সামরিক কৌশল ও লক্ষ্যবস্তু পরিবর্তন করতে পারে।ইরানের এই হুঁশিয়ারিতে ভারতের জন্যও উদ্বেগের কারণ তৈরি হয়েছে। বাণিজ্য ও জ্বালানি আমদানির ক্ষেত্রে ভারত মহাসাগর ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ। সংঘাত ওই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দামের উপরও চাপ তৈরি হতে পারে।তবে একই সময়ে যুদ্ধবিরতি এবং হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে আলোচনা চলছে। ফলে কূটনৈতিক উদ্যোগের পাশাপাশি সামরিক চাপও অব্যাহত রয়েছে।

তৃণমূলের প্রতীক যুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে অমীমাংসিত, দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ

নয়া জামানা ঃ সুপ্রিম কোর্টে মিটল না তৃণমূলের প্রতীক যুদ্ধ। নির্বাচন কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করল না শীর্ষ আদালত। তবে প্রতীক ও দলীয় নাম নিয়ে চলা টানাপোড়েন দ্রুত মেটানোর জন্য কমিশনকে সময়সীমা নির্ধারণের নির্দেশ না দিয়ে, কতদিন লাগবে তা জানাতে বলেছে আদালত। বৃহস্পতিবার মামলার শুনানিতে শিবসেনা প্রসঙ্গও উঠে আসে। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী সপ্তাহে।১৭ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন তৃণমূল নাম এবং ঘাসের উপর জোড়াফুল প্রতীক ফ্রিজ করে। মমতাপন্থী কালীঘাট শিবির এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী কোনও পক্ষই উপনির্বাচনে ওই নাম ও প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে না বলে জানায় জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। কমিশনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করে মমতাপন্থী তৃণমূল।বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে শুনানি হয়। নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী প্রবীণ আইনজীবী দামা শেষাদ্রি নাইডুকে প্রধান বিচারপতি বলেন, চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে কতটা সময় লাগতে পারে, তা কমিশনকে জেনে জানাতে হবে। দুপক্ষের আবেদন খতিয়ে দেখতে প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া হবে, তবে তা যেন অতিরিক্ত না হয়। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়াই শ্রেয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে সিনিয়র অ্যাডভোকেট কপিল সিব্বল প্রশ্ন তোলেন, উপনির্বাচনের মাঝপথে নির্বাচন কমিশন এমন নির্দেশ দিতে পারে কি না। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী জানান, পশ্চিমবঙ্গে উপনির্বাচন ঘোষিত হয়েছে। ফলে কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশে এই পর্যায়ে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী মুকুল রোহতগি শিবসেনা বিরোধের প্রসঙ্গ তোলেন। জবাবে বিচারপতি বাগচী বলেন, শিব সেনার ক্ষেত্রে বিলম্বের কী পরিণতি হয়েছে, তা আমরা দেখেছি।ছাব্বিশের নির্বাচনের পর তৃণমূল দুই শিবিরে বিভক্ত হয়। দুপক্ষই নিজেদের আসল তৃণমূল বলে দাবি করেছে। এই মুহূর্তে কমিশনে নথি জমা দেওয়ার পরও নাম ও প্রতীক ফ্রিজ রয়েছে। উপনির্বাচনে মমতাপন্থীরা মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নাম ও ফুটবলার প্রতীক, আর ঋত শিবির গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস নাম ও খাম প্রতীক নিয়ে লড়ছে।

মধ্যরাতে চলন্ত বাসে ভয়াবহ আগুন ঘুমের মধ্যেই ঝলসে মৃত ৯

নয়া জামানা ঃ মধ্যরাতে চলন্ত বাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ঘুমের মধ্যেই আগুনে ঝলসে মৃত্যু হল অন্তত ৯ জনের। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচেছেন আরও বহু যাত্রী। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডায়, যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে। বুধবার রাতে প্রায় ৩৫ জন যাত্রীকে নিয়ে নয়ডা থেকে মাহোবার দিকে যাচ্ছিল একটি এসি বাস। রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ জেওয়ারের কাছে দয়ানটপুর গ্রামের এলাকায় চলন্ত বাসটিতে আচমকা আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা বাসে। অধিকাংশ যাত্রী তখন ঘুমিয়ে থাকায় পরিস্থিতি বুঝে ওঠার আগেই অনেকে আগুনে ঝলসে যান।এসি বাসের সমস্ত জানালা বন্ধ থাকায় বিপদ আরও বাড়ে। দ্রুত ধোঁয়ায় ভরে যায় বাসের ভিতর। আতঙ্কে যাত্রীরা একসঙ্গে বেরোনোর চেষ্টা করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। প্রাণ বাঁচাতে অনেকে কাচের জানলা ভেঙে বাইরে ঝাঁপ দেন। এক যাত্রী জানান, তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। একসময় তাঁকে ডেকে জানানো হয় বাসে আগুন লেগেছে। চোখ খুলে চারদিকে ধোঁয়া দেখতে পান তিনি। কোনওক্রমে বাস থেকে বেরিয়ে প্রাণে বাঁচেন।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। প্রাথমিকভাবে বাসটিতে ৪০ থেকে ৫০ জন যাত্রী থাকার কথা জানা গেলেও পুলিশ অন্তত ৯ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। আরও কেউ দগ্ধ হয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং উদ্ধারকাজও চলছে। দুর্ঘটনার পর বাসটিকে এক্সপ্রেসওয়ের ধারে সরিয়ে রাখা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শোকপ্রকাশ করেছেন। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে আহতদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন।

শুল্কযুদ্ধে বিরতি, বাড়ল আমেরিকা-চিন বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ

নয়া জামানা ঃ দুই পরাশক্তির টানাপোড়েনের আবহেই আমেরিকার মাটিতে পা রাখলেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। প্রায় ১১ বছর পর তাঁর এই মার্কিন সফর। আর জিনপিংয়ের আমেরিকায় পৌঁছনোর পরই বড় ঘোষণা করল ওয়াশিংটন। আপাতত ফের শুল্কযুদ্ধ শুরু হচ্ছে না। আমেরিকা ও চিনের মধ্যে চলতি বাণিজ্যিক সংঘাতের ট্রেড ট্রুস-এর মেয়াদ আরও দুমাস বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট জানিয়েছেন, চুক্তির নতুন সময়সীমা ২০২৭ সালের ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত।বেসেন্টের বক্তব্য, গত বছর দুই দেশের মধ্যে হওয়া সমঝোতার আওতায় শুল্ক এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ রফতানির উপর নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে আগামী ১০ জানুয়ারির মধ্যে পরবর্তী পদক্ষেপের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি এই সম্ভাব্য সমঝোতাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করে বলেন, এর চেয়ে বড় কোনও চুক্তি হতে পারে কি না, তা তিনি জানেন না।তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে আমেরিকায় গিয়েছেন জিনপিং। বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় ওয়াশিংটনের কাছে জয়েন্ট বেস অ্যান্ড্রুজে তাঁর বিমান অবতরণ করে। সেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজে উপস্থিত থেকে জিনপিং ও তাঁর স্ত্রী পেং লিয়ুয়ানকে স্বাগত জানান। দীর্ঘদিন পর কোনও বিদেশি রাষ্ট্রনেতাকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিমানবন্দরে গিয়ে স্বাগত জানানোর এমন ঘটনা নজর কেড়েছে। জিনপিংকে স্বাগত জানাতে ছিল জমকালো সামরিক আয়োজন। প্রায় ১০০ ফুটের লাল কার্পেট, গার্ড অব অনার, মার্কিন ও চিনা জাতীয় পতাকা এবং সামরিক ব্যান্ডের উপস্থিতিতে আয়োজন করা হয় বিশেষ অভ্যর্থনা। বাজানো হয় দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত।

দেওয়া হয় ২১ বার তোপধ্বনি। পাশাপাশি আকাশে উড়ে যায় মার্কিন বায়ুসেনার দুটি বি-১ ল্যান্সার বোমারু বিমান।এই সফরে জিনপিং ও ট্রাম্পের আলোচনায় বাণিজ্য ও শুল্কের পাশাপাশি প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিরল মৃত্তিকা খনিজ, সামরিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় গুরুত্ব পেতে পারে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও আলোচনায় আসতে পারে।

৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবি ককরোচদের

নয়া জামানা ঃ নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে বিতর্কে এবার সরব ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে দলের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি জানান। তাঁর দাবি, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ইস্তফা না দিলে দিল্লিতে ধর্না-সহ দেশজুড়ে আন্দোলনে নামবে সিজেপি।এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের অন্দরে মতপার্থক্য সংক্রান্ত একটি তদন্তমূলক প্রতিবেদন প্রকাশের পরই এই দাবি সামনে এসেছে বলে জানান দীপকে। তাঁর অভিযোগ, জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনগুলিও আপাতত স্থগিত রাখার দাবি জানিয়েছেন তিনি।সিজেপির সহ-প্রতিষ্ঠাতা সৌরভ দাস তিনটি দাবি তুলে ধরেন। প্রথমত, জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ। দ্বিতীয়ত, তাঁর এবং তাঁকে নির্দেশ দেওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ। তৃতীয়ত, আসন্ন সমস্ত নির্বাচন সাময়িকভাবে স্থগিত করা। পাশাপাশি বর্তমান এসআইআর বাতিল করে ২০২৫ সালের ভোটার তালিকা পুনর্বহাল, এসআইআর সংক্রান্ত নথি সুপ্রিম কোর্টের কমিটির কাছে জমা এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত আইন বাতিলের দাবিও জানানো হয়েছে।সিজেপির কো-কনভেনার আশুতোষ রাঙ্কা ফের আন্দোলনে নামার ডাক দেন। জেন-জি-সহ সাধারণ মানুষকে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সি.কে. নাইডু ট্রফির প্রথম দুই ম্যাচের জন্য আসাম দল ঘোষণা

নয়া জামানা ঃ ২০২৬-২৭ মরশুমের অনূর্ধ্ব-২৩ সি.কে. নাইডু ট্রফির প্রথম দুই ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করল আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (এসিএ)। উত্তরাখণ্ড ও মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আসামের প্রথম দুটি ম্যাচ ১২ অক্টোবর থেকে শুরু হবে।

এই দুই ম্যাচের জন্য ঘোষিত দলে অধিনায়ক করা হয়েছে আয়ুষ্মান মালাকারকে।উইকেটরক্ষক রোশন টপনোকে সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।ঘোষিত ১৫ সদস্যের দলে অধিনায়ক আয়ুষ্মান মালাকার ছাড়াও রয়েছেন রোশন টপনো, সৌরভ মৌসুম দিহিঙ্গিয়া, দীপঙ্কর পাল,

পারভেজ মুশারফ, সুমিত কাশ্যপ, হৃষিকেশ দাস, বরুণ জ্যোতি মালাকার, রোহিত সেন, অনুরাগ ফুকন, রঞ্জন বিকাশ দাস, বাস্তব রায়, রাজেশ প্রসাদ, রেশভ দীপক এবং রূপজ্যোতি দাস।রোশন টপনোর পাশাপাশি রোহিত সেনকেও উইকেটরক্ষক হিসেবে দলে রাখা হয়েছে। দলের সঙ্গে রিজার্ভ হিসেবে থাকছেন নিশান্ত সিংঘানিয়া, আমান সিং, প্রবল কলিতা, দ্যুতিময় নাথ, দ্বিবিজি পাঠক, ময়ূখ হাজারিকা, গৌরব ছেত্রী, হিমাংশু সারস্বত এবং সৌরভ দে। প্রবল কলিতাকেও উইকেটরক্ষক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।আসন্ন সি.কে. নাইডু ট্রফির জন্য নির্বাচিত ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। নতুন মরশুমে অনূর্ধ্ব-২৩ স্তরের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করার লক্ষ্যেই মাঠে নামবে আয়ুষ্মান মালাকারের নেতৃত্বাধীন আসাম দল।

আইএফএ শিল্ডে জুনিয়রদের ভরসা ইস্টবেঙ্গলের

নয়া জামানা ঃ কলকাতা লিগের পর আইএফএ শিল্ডেও জুনিয়র ফুটবলারদের উপরই ভরসা রাখল ইস্টবেঙ্গল। বৃহস্পতিবার কাস্টমসের বিরুদ্ধে শিল্ডে অভিযান শুরু করে লাল-হলুদ। বিদেশি ফুটবলার খেলানোর অনুমতি থাকলেও এদিন প্রথম একাদশে সিনিয়র দলের উল্লেখযোগ্য মুখের উপস্থিতি ছিল না। সৌভিক চক্রবর্তী ও জেসিন টিকে ছাড়া মূল দলের কাউকেই দেখা যায়নি। কলকাতা লিগে খেলা ফুটবলারদের নিয়েই দল সাজানো হয়।এর ফলে সমর্থকদের একাংশের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে, শিল্ডকে কি আদৌ গুরুত্ব দিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট? কেন তুলনামূলক শক্তিশালী দল না নামিয়ে তরুণদেরই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়েও তৈরি হয়েছে আলোচনা।এর আগে শ্রীনিধি ডেকানকে ৬-০ গোলে হারিয়ে শিল্ড অভিযান শুরু করেছে মোহনবাগান। সেই ম্যাচে অবশ্য পূর্ণশক্তির দলই মাঠে নামিয়েছিল

সবুজ-মেরুন। ফলে কাস্টমসের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলও শক্তিশালী দল নামাবে বলে প্রত্যাশা ছিল সমর্থকদের।এদিকে, মহামেডান স্পোর্টিং বয়কট করায় শেষ মুহূর্তে শিল্ডে খেলার সুযোগ পায় কাস্টমস। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ম্যাচের শুরুতেই চমক দেয় তারা। ১২ মিনিটে রিকি হেমব্রম গোল করে কাস্টমসকে এগিয়ে দেন। এরপর সংগঠিত রক্ষণে ইস্টবেঙ্গলকে বেশ কিছুটা সময় আটকে রাখে তারা।২৯ মিনিটে গোলকিপারের ভুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে রোহিতের হেড থেকে সমতা ফেরায় ইস্টবেঙ্গল। বিরতির পর লাল-হলুদের খেলায় গতি ও আক্রমণাত্মক মনোভাব বাড়ে। দ্বিতীয়ার্ধে একাধিক আক্রমণ তৈরি করলেও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পেতে তরুণ দলকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়।

সিএবির সভায় বয়স বিতর্ক

ইরানি কাপে নতুন দায়িত্ব লক্ষ্মীরতনের

নয়া জামানা ঃ প্রয়াত প্রাক্তন বোর্ড প্রেসিডেন্ট বিশ্বনাথ দত্তের প্রয়াণবার্ষিকী পালনের মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার বার্ষিক সাধারণ সভায় বসতে চলেছে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)। বিকেল ৩টেয় প্রয়াত প্রশাসককে স্মরণ করার পর বিকেল ৫টা থেকে শুরু হবে বার্ষিক সাধারণ সভা। এবারের সভায় নির্বাচন না থাকলেও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উত্তেজনা তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে বয়স কারচুপি নিয়ে চলা বিতর্কে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে সদস্যদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হতে পারে। অভিষেক ডালমিয়াও একাধিক বিষয়ে সরব হতে পারেন বলে সিএবি সূত্রে খবর। সভার আগে বুধবার রাত পর্যন্ত সম্ভাব্য প্রশ্নের মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিয়েছেন সিএবি সভাপতি।অন্যদিকে, রঞ্জি ট্রফির প্রস্তুতিতে ব্যস্ত বাংলা দল। আগামী ১১ অক্টোবর কল্যাণীতে প্রথম ম্যাচ

খেলবে তারা। বুধবার বৃষ্টির কারণে প্রস্তুতি ম্যাচে একটি বলও খেলা সম্ভব হয়নি। দলের সঙ্গে প্রস্তুতি শিবিরে রয়েছেন অভিষেক পোড়েল। মাঠের বাইরের ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে তিনি বাংলা দলে না থাকলেও তাঁকে ক্রিকেটমুখী রাখতে উদ্যোগী হয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট।এর মধ্যেই ইরানি কাপে অবশিষ্ট ভারতের ব্যাটিং কোচ হিসেবে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার নাম জানানো হয়েছে সিএবিকে। বোলিং কোচ হিসেবে ওড়িশার দেবাশিস মোহান্তিকে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। আগামী ১ থেকে ৫ অক্টোবর শ্রীনগরের শের-ই-কাশ্মীর স্টেডিয়ামে জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে খেলবে অবশিষ্ট ভারত। দলে রয়েছেন বাংলার সুদীপ কুমার ঘরামি, মুকেশ কুমার ও আকাশ দীপ। আকাশের খেলা নির্ভর করছে তাঁর ফিটনেসের উপর।

তিন বছর পর দেশের মাটিতে আইপিএল নিলাম, ডিসেম্বরে গোয়ায় আসর

নয়া জামানা ঃ টানা তিন মরশুম বিদেশের মাটিতে নিলাম আয়োজনের পর ফের ভারতে ফিরছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগের নিলাম। ২০২৭ আইপিএলের মিনি নিলাম আগামী ডিসেম্বর মাসে গোয়ায় আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া সংবাদসংস্থা এএনআই-কে এই তথ্য জানিয়েছেন।বিসিসিআই সচিব জানিয়েছেন, আগামী ১৪ থেকে ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে নিলাম আয়োজনের সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ, ২০২৭ আইপিএলের আগে ক্রিকেটারদের নিয়ে দলগুলির শেষ বড় রদবদলের মঞ্চ হতে চলেছে এই নিলাম।গত কয়েক বছর ধরেই আইপিএলের নিলাম দেশের বাইরে আয়োজন করা হচ্ছিল। ২০২৪ আইপিএলের আগে ২০২৩ সালে প্রথমবার দেশের বাইরে নিলামের আয়োজন করা হয়। সৌদি আরবের রিয়াধে বসেছিল সেই আসর। এরপর পরপর দুবছর সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। একবার দুবাই এবং পরের বার আবুধাবিতে বসেছিল আইপিএলের নিলামের আসর। এবার ফের ভারতেই ফিরছে সেই আয়োজন।দেবজিৎ সইকিয়া বলেন, টানা তিনবার বিদেশের মাটিতে আয়োজনের পর এবছর আমরা আইপিএলের নিলাম আগামী ডিসেম্বরে গোয়ায় আয়োজন করতে চলেছি।২০২৪-২৭ চক্রের শেষ মিনি নিলাম হওয়ায় এবারও ক্রিকেটারদের পাশাপাশি ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির দলগঠন নিয়েও আগ্রহ থাকবে তুঙ্গে। নিলামের

টানা তিন মরশুম বিদেশের মাটিতে নিলাম আয়োজনের পর ফের ভারতে ফিরছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগের নিলাম। ২০২৭ আইপিএলের মিনি নিলাম আগামী ডিসেম্বর মাসে গোয়ায় আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া সংবাদসংস্থা এএনআই-কে এই তথ্য জানিয়েছেন। বিসিসিআই সচিব জানিয়েছেন, আগামী ১৪ থেকে ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে নিলাম আয়োজনের সম্ভাবনা রয়েছে।

আগেই অবশ্য আইপিএলে বড়সড় দলবদল দেখা গিয়েছে। দিল্লি ক্যাপিটালস ও লখনউ সুপার জায়ান্টসের মধ্যে হয়েছে হাই-প্রোফাইল সোয়্যাপ-ডিল। ঋষভ পন্ত লখনউ ছেড়ে ফের দিল্লি ক্যাপিটালসে যোগ দিয়েছেন। অন্যদিকে দিল্লি ছেড়ে লখনউয়ের জার্সি পরবেন কুলদীপ যাদব।কোচিং স্টাফের ক্ষেত্রেও বড় পরিবর্তন এনেছে চেন্নাই সুপার কিংস। স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের পরিবর্তে দলের দায়িত্বে আনা হয়েছে ভারতের প্রাক্তন তারকা পেসার জাহির খানকে। লখনউ সুপার জায়ান্টসের প্রাক্তন মেন্টর জাহির এবার পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন চেন্নাইয়ের দায়িত্ব সামলাবেন।অন্যদিকে, গত দুই মরশুমের চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সামনে এবার রয়েছে আরও বড় লক্ষ্যটানা তৃতীয়বার আইপিএল ট্রফি জয়ের নজির গড়া। সেই লড়াই শুরুর আগে ডিসেম্বরের গোয়া নিলামেই তৈরি হবে একাধিক দলের নতুন সমীকরণ। ফলে ক্রিকেটপ্রেমীদের নজর এখন থেকেই গোয়ার নিলামের দিকে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের আগে কেরলে কোহলিরা

নয়া জামানা ঃ দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের ও পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলবে ভারত। আগামী রবিবার কেরলের তিরুবনন্তপুরমে প্রথম একদিনের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বৈরথ। তার আগে বুধবার থেকেই শহরে পৌঁছতে শুরু করেছেন ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা।বোর্ডের তরফে বৃহস্পতিবার গোটা দলকে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও, তার আগেই লন্ডন থেকে তিরুবনন্তপুরমে পৌঁছে যান বিরাট কোহলি। দুপুরে বিমানবন্দর থেকে সরাসরি টিম হোটেলে যান তিনি। সেখানে স্থানীয় রীতিনীতি মেনে ভারতীয় তারকাকে স্বাগত জানানো হয়। কোহলির পাশাপাশি এদিন কেরলে পৌঁছন ঋতুরাজ গায়কোয়াড, যশস্বী জয়সওয়াল, ধ্রুব জুরেল এবং নমন ধীরও। রাতের দিকে তিরুবনন্তপুরমে পৌঁছে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলও।

সামনেই ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপ। সেই কথা মাথায় রেখেই আগামী কয়েক মাসের সিরিজগুলিকে বিশ্বকাপ প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজেও সেই প্রস্তুতির ছাপ দেখা যেতে পারে। বিশেষ করে দলের দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার

পারফরম্যান্সের দিকে থাকবে বিশেষ নজর।কোহলি ও রোহিত ইতিমধ্যেই টেস্ট এবং টি-২০ ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। ফলে বর্তমানে তাঁরা ভারতের হয়ে শুধু একদিনের ক্রিকেটেই খেলছেন। বিশ্বকাপের আগে তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং পারফরম্যান্স ভারতীয় দলের পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।